প্রথম প্রকাশ
৩ মে, ১৯৬০

প্রকাশক
মিহির ভট্টাচার্য
কবি ও কবিতা
১০ রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুদ্রক
মহাদিগন্ত মুদ্রণী
বারুইপুর
২৪ পরগণা

প্রচ্ছদ
রণেন আয়ন দত্ত

মালবিকা-কে

সূচীপত্র

আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ

যখন গোধূলি

লৌকিক অলৌকিক

গঙ্গার ওপারে শুভ্র সুবিশাল সূর্যোদয়
আমার চেতনা ;
যেন এক আনন্দিত আগমনে তরঙ্গিত
জন্মের দ্যোতনা
এ যেন অপরিণত মৃত্যু এক প্রজ্বলিত
শ্মশান শয্যায় ;
আমার বুকের মধ্যে সন্ধিক্ষণে কোন্ সত্য
নত বন্দনায় ।

হায়রে জীবন তোর অনিশ্চিত আবির্ভাব
হঠাৎ স্পন্দনে
মূর্ত হয় মহাশূন্যে বস্তুলিপ্ত অণুরাশী
দেহের বন্ধনে ।
সমুদ্রের তটলগ্ন বালির স্বভাবে যেন
সম্পর্কবিহীন
আমরা প্রবাসী আত্মা ব্যবচ্ছিন্ন চরাচরে
শুধু রাত্রিদিন ।

* * *

বাস্তবাদের স্বর্ণবিভায় চক্ষুকর্ণ বিবাদ ভোলায়
স্বরূপ-চেতন স্বচ্ছ এখন আলোর মুক্ত সাজে
অলৌকিকের রূপকথা হায় মিলায় সুদূর নীলসীমানায়
প্রণয়-কথন ইন্দ্রপতন বুকের মধ্যে বাজে ।

রমণীমন অন্ধগলির রুদ্ধ বাতাবরণ
স্মৃতিই কেবল জড়ায় শেকল অন্ধকুহক ফাঁদে,
বস্তুবাদের আলোক-ছটায় স্বরূপ নিরাভরণ
আমার স্মৃতি মগ্নছায়ায় মেঘনা-চরে কাঁদে ।

জগৎব্যাপী অকূল পাথার শূন্যে ভাসমান
আমরা কেবল পরস্পরে রজ্জু সেতু গড়ি
রাখছি টেনে শেষ অস্তিত্ব যে অন্তহীন প্রাণ
বামাচারের সাধন-যজ্ঞে শেষ পারানির কড়ি।

বুকের মধ্যে সন্দেহ-প্রেত ঘনায় অকস্মাৎ
বন্ধু আমার সন্নিকটে দাঁড়াও কেন আসি ?
তোমার চোখের যুগ্মতারায় খুনীর রক্তপাত,
কান্না আমার বুক ভেঙে দেয় হায় রে সর্বনাশী।

তবে কি আজ আত্মহনন নয় অপসারণ
ওই জীবনে আকাঙ্ক্ষিত গোপন উপাচার।
মধুর সুপ্তি মৃত্যুরাজের ক্ষিপ্র অনুশাসন
মোক্ষহীনের শেষ বাসনা আজকে তোমার আমার।

এ বিংশ শতক জ্বলছে রক্তিম দহনে
মৃত্যু শুধু অনিবার্য কালের নিয়ম,
স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ এ সংকট ক্ষণে
কারণ সমুদ্রে স্থির, মনের বিভ্রম !

*　　*　　*

প্রেম তুমি কৃষ্ণচূড়া রাজপথে সাজানো সবুজ
তুমি স্মৃতি শৈশবের বর্ণময় আশ্চর্য পুতুল,
বিশ্বাস তোমার কণ্ঠ তীব্রনীল এ যুগমন্থনে
ঈশ্বরের শব ভাসে মরা গাঙে স্বখাত সলিলে।

একি মুক্তি কিংবা শুধু অন্ধগুহাতলে
চলছি ফিরে অন্যমনে আদিম অন্ধকারে,
আলোকিত বস্তুসীমা অথৈ স্রোতজলে
ডুবছে দেখি সর্বনাশে বিপন্ন চীৎকারে।

২

আশ্বিনের সমারোহে বর্ণহীন মেঘের ছায়ায়
দুর্গার দীঘল চোখে অশ্রুবাষ্প পূর্ববাংলা ভাসে ;
মেঘনার দুরন্ত চর অন্তরঙ্গ কঠিন মায়ায়
বিশ্রামের নীড় গ'ড়ে কাছে ডাকে কত অনায়াসে।

এখনো সজীব স্মৃতি আম জাম হিজলের ডালে
দুরন্ত দুপুরে দোলে বাগানের শীতল ছায়ায়
শাপলার নরম ডাঁটা আজো যেন লেগে আছে গালে
গৃহস্থ ঘরের টিঙে কবুতর আজো গান গায়।

আমার শৈশব যেন সিংহলের বাণিজ্য তরণী
মৃদুগন্ধী দারুচিনি লবঙ্গের স্বগত-সৌরভ ;
সম্মোহিত চেতনায় অনুলিপ্ত প্রসন্ন ধরণী
প্রথম পুলক স্পর্শে মুকুবিত মর্ত্য অনুভব।

শরতে শিউলিতলা কিশোরীর পবিত্র প্রণয়
সুরভিত চতুর্দিকে বাষ্পগন্ধে চকিতপ্রেক্ষণা,
এখনো মুখর স্মৃতি, ব্যাপ্ত যেন আজো সর্বময় ;
দেহের সুঠাম সীমা ছুঁয়ে কাঁপে ব্যাকুল বেদনা।

পবীর কোমল ত্বক স্পর্শে হয় বেদনায় ম্লান
জ্যোৎস্নার হলুদ রঙে তার দেহ সাজে অশরীরী,
স্বর্গভ্রষ্ট তুমি নারী সারাদেহে মর্ত্যের আঘ্রাণ
অকস্মাৎ মনে হয় এই নারী স্বয়ং-ঈশ্বরী।

বস্তুসীমানায় বেঁধে ঈশ্বরিত মানুষীর মন
এ বিংশ শতক গড়ে পরিক্ষিপ্ত গূঢ় মায়াজাল,
স্মৃতি সত্তা মুছে গেলে চেতনার সব আয়োজন
দ্রুত হাতে ফেলে যাবে পরিশ্রান্ত কালের রাখাল।

*

সব মূল্য ভেঙে গেলে বিশ্বাসের শ্মশান-শয্যায়
জাগে শত হাহাকার, অগ্নিস্রোতে গোধূলি আকাশ
রক্তের প্রবাহ ঢালে তমিস্রার অন্তিম চিতায়,
সর্বনাশে সর্বরিক্ত রুদ্ধগতি মানবেতিহাস।

মানুষ তোমার হাতে অলৌকিক জ্বলন্ত মশাল
এখনো যে অনির্বাণ, বিশ্বাসের শুভ্র-নিকেতন
অন্তিম চিতার 'পরে গড়ে ওঠে সবিস্ময় জঞ্জাল,
পৃথিবীর শীর্ণদেহে রৌদ্রগন্ধ আনে সঞ্জীবন।

পৃথিবীর প্রতি স্পর্শে সর্ব অঙ্গে জাগায় পিপাসা
মেঘনার উত্তাল স্রোত জীবনের গানে উন্মুখর;
স্মৃতির প্রখর তাপে জ্বলে ওঠে দৃপ্ত ভালবাসা
আমরা প্রবাসী আত্মা অনুরাগে যুক্ত পরস্পর।।

স্বরূপ

রূপের ছটায় নিত্য তোমার স্বরূপ আড়াল
প্রাত্যহিকের উষ্ণতাপে ধূসর হৃদয়,
অন্ধকারে পথ ভুলে কি সকাল বিকাল
চক্রাকারে টানছ আমায় কী বিপক্ষ আকর্ষণে।
সূর্যডোবা রঙিন আকাশ ঊষর কেন বিবর্ণে।

বন্দী তুমি নিজের মাঝে দ্বীপান্তরে
সবুজ দ্বীপের নীলসীমানা বদ্ধপ্রাচীর ;
অভিজ্ঞানে হৃদয় কাঁপে মগ্ন-ঘোরে
আপন রক্তে আপনি ঘোর কী এক গভীর সম্মোহনে।
সমুদ্র যে উথাল পাথাল তোমার নম্র নিমন্ত্রণে।

স্বপ্ন যখন স্বচ্ছ হলো স্বর্গদুয়ার
পড়ল খসে পালকগুলি পরীর দেহের,
বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে স্বচ্ছতোয়ার
অভ্যন্তরে আমায় টানো অবাধ প্রেমের আবর্তনে।
সব নদী কি মুক্তি খোঁজে নীলগগনে।

বিনিময়ে

বিনিময়ে রাজ্যপাট সব দিতে পারি,
বাসনার হোমযজ্ঞে অন্ধ অনিকেত
চেতনারা স্থিত হবে পূর্ণ অনুরাগে
এ জীবনে দাও যদি সূর্যের সংকেত
একক মুহূর্তে শুধু অনুপমা নারী
গোধূলির ম্লানস্পর্শ মেলাবার আগে।

আমার জ্বলন্ত চিতা পদ্মার উজানে
শান্ত হবে, গৃহকোণে তুলসীমঞ্চে দীপ
শাঁখের করুণ শব্দে স্পন্দিবে স্বরাট ;
জানি আমি চিরদিন তুমি বিপ্রতীপ
আজো থেকো অন্যমনে দূর ব্যবধানে
ফিরায়ে প্রণয়-চিহ্ন শেষ অভিজ্ঞান
তরল মুক্তার মালা অক্ষয় অম্লান ;
বিনিময়ে সব দেবো—মুক্ত রাজ্যপাট।

নির্বাণ

শ্রাবণ রাতের পুঞ্জিত ঘন মেঘ
থমকে রয়েছে তোমার নিবিড় চুলে,
ধারাবর্ষণে বারিত করেছ বেগ
নিষিক্ত করি বুকের কালিনীকূলে।

হঠাৎ রৌদ্র ঘোচায় মেঘের মায়া
দৃষ্টির সীমা প্রসন্ন উৎসুক,
পদ্ম-পুলিনে ভীরু হরিণীর ছায়া
কার পদপাতে সচকিত উন্মুখ।

ভাষাহারা মুখে প্রাথিত ছবি ভাসে
ওষ্ঠ অধীর রক্তিম বেদনায়,
যাচিত একটি স্পর্শেই অনায়াসে
চকিতে চপলা উল্লাসে চমকায়।

আমার প্রিয়ার কণ্ঠে কণিত সুর
সপ্ত স্বরের ছলনায় নির্বাক,
সব নির্বেদ অনায়াসে করে দূর
নম্র কণ্ঠে কাছে যেই দেয় ডাক।

বাহুর শ্যামল ছায়ায় নির্ভরতা
ধরা দিলে হয় মুক্তিতে মজ্জিত,
কামনা স্তব্ধ, অসীম অস্থিরতা
সুভগ মোহের শৃঙ্খলে হয় স্থিত।

বক্ষে ফুটেছে যুগল কুসুম কলি
সৌরভ তার রটেছে দিগ্‌বিদিক,
লুব্ধ ভ্রমর একান্ত কুতূহলী
স্থির বিন্দুতে বসে আছে নির্ভীক।

দেহবল্লরী শ্রোণিভারে অস্থির
ক্ষামা কটি-তট ব্যাকুল দুমুখী চাপে,
মর্মর দ্যুতি তোরণ দুয়ারটির
বর্তুল দুই উরুর স্তম্ভ কাঁপে।

সাধনার শেষ মোক্ষবিহারে এসে
মন্দিরে তুমি এনেছ কি উপচার।
নিবেদনে নত বাসনা নির্বিশেষে
নইলে রুদ্ধ স্বর্গীয় এ দুয়ার।

দুয়ার পেরিয়ে পুষ্পিত কার্মুক
অমরাবতীর উজ্জ্বল উদ্যান,
আমার বুকের গভীরে তোমার বুক
দুই আত্মার নিমগ্ন নির্বাণ॥

সংবেদ

ইদানিং বড় বেশি আলোকিত দিন
নিবিড় নিচোল ঘেরা রাত্রির শরীর
বড় স্পষ্ট চেনা যায়, এমন দুদিন
কোথাও নির্জন কিংবা একান্ত অধীর
অন্তরঙ্গ গোপনীয় কোন অবকাশ
তোমার আমার জন্যে অবশিষ্ট নেই।
চতুর্দিকে লুব্ধ দৃষ্টি শুধুই সন্ত্রাস,
পরস্পরে গাঢ় হলে এক নিমেষেই
জনতার কোলাহলে সবুজ প্রান্তর
আদিম অরণ্য সাজে সাজানো নগরে,
লুকোচুরি খেলা তাই চলে নিরন্তর
কোথাও নির্জন নেই এই কালান্তরে।

নিভৃতে হৃদয় খুলে একান্ত গোপনে
পরস্পরে আরক্তিম বাক্য বিনিময়
বুকের গভীরে শুধু বুকের স্পন্দনে
গড়ে ওঠে নম্র-প্রেমে নিজস্ব প্রত্যয়;
তোমাকে আমার মধ্যে আমাকে তোমার
চেতনায় মূর্ত করি স্ফুটিত বাঙময়—
যেন সে প্রথম আলো গুন্ঠিত ঊষার
অপ্রকাশ্য বেদনায় জাগে সর্বময়।

ইদানিং বড় বেশি আলোকিত দিন
নিবিড় নিচোল ঘেরা রাত্রির শরীর
বড় স্পষ্ট চেনা যায়, শুধু অন্তহীন
জনতার কোলাহলে চেতনা অস্থির।

চারিদিক খোলামেলা, সবাই মুখর
অগম্য তর্কের স্রোত চলে অবিরল ;
প্লাবিত মানস-তীর মুক্ত অভ্যন্তর
পত্র পত্রিকার গল্প, সিনেমা ফুটবল,
রাজনীতি, পরিবার সুপরিকল্পনা ;
অথবা শুধুই বাধে দলীয় কোন্দল
রক্তক্ষয়ে শেষ হয় স্বদেশবন্দনা।
বদ্ধবায়ু নগরীর কাঁপে অন্তস্তল
জনতার কণ্ঠে বাজে উদ্দীপ্ত শ্লোগান
'আমেরিকা ধ্বংস হোক, রাশিয়া দালাল'।
ভিয়েতনামে মানুষের নিহত সম্মান
চেকোশ্লাভ অশ্রুকণ্ঠে শঙ্কিত ভয়াল।
ইস্রায়েলী শক্তিমদে আরবে সন্ত্রাস,
মাওবাদ অপ্রমত্ত, চীনের সুদীন ;
উসুরিতে জমে নাট্য নব ইতিহাস—
সুচির শর্বরী নামে বিশ্বে অন্তহীন।
পৃথিবীর ভারসাম্যে পড়েছে যে টান
মানুষ অস্থির তাই সকাল বিকাল,
চারিদিকে রুদ্ধ দেখি জীবনের গান
দূরে থাকি হাসে শুধু কালের রাখাল।

ইদানিং বড় বেশি আলোকিত দিন
নিবিড় নিচোল ঘেরা রাত্রির শরীর
বড় স্পষ্ট চেনা যায়, ক্রমশ মলিন
হয় হৃদয়ের তাপ বেদনা অধীর
অনুভব রিক্তহাতে তোলে শূন্য তূণ ;
পুষ্পধনু বর্ণহীন, রতির বিলাপে
আকম্পিত করে তোলে আমার তরুণ
প্রেম, প্রণয়ী শরীর সংক্ষুব্ধ সন্তাপে।
নির্জন মুহূর্ত ঘেরা নিমগ্ন দ্বীপের

ছায়াঢাকা সুশীতল সবুজ উদ্যান
চেতনাপ্রবাহে ভাসে তুলসী দীপের
জয়দৃপ্ত নম্র আলো চির আয়ুষ্মান।
চারিদিক খোলামেলা, স্বদেশে বিদেশে
শুধু মত্ত কোলাহল, নিশ্ছিদ্র বাতাস,
মজ্জিত জাহাজ-স্মৃতি অন্ধকারে মেশে
দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণায় রটে সর্বনাশ।
এ দুর্দিনে তবু জানি হবে অভ্যুদয়
যদিও সর্বত্রব্যাপ্ত জটিল আগুন,
অনাদি প্রাচীন প্রেম জাগে সর্বময়
দুয়ারে প্রসন্ন হাসে পুষ্পিত ফাল্গুন॥

আমার বাংলা

এপার বাংলায় জ্বলছে আগুন ওপার বাংলা লাল
যোজনব্যাপী বন্ধ-প্রাচীর রইবে কত কাল ?
ঘরের দুয়ার পাষাণচাপা মনের দুয়ার খোলা
অসম্ভবের ঘুর্ণিপাকে ঘুরছে নাগরদোলা ।

এপার বাংলা ওপার বাংলা মধ্যিখানে চর
কান্না হাসির দোলায় আমরা বাঁধছি নিজের ঘর,
মুক্ত আকাশ চাঁদ-সুরুজে নিচ্ছে লুটি আঁধার
ভাইয়ের জন্যে মনটা হু হু করছে তোমার আমার ।

অঘ্রায়ণে হলুদ-রোদে ভাসে আমার মাঠ
তোমার ঘরে কোজাগরী লক্ষ্মী বসায় হাট ;
আষাঢ় মাইস্যা বানে জাগে গঙ্গা-পদ্মার ভূত
আমরা মরি ক্ষুধার জ্বালায় তোমার কান্দে পুত ।

এপার বাংলা ওপার বাংলা মধ্যে শুধু চর
আমরা কাঁপি বজ্রপাতে তোমার ভাঙে ঘর ।
সন্দেহ-বিষ পোড়ায় কেবল পরস্পরের বুক
শিব সদাগর আসবে ঘরে ঘুচবে সকল দুখ ॥

তোর মুখে আমার শৈশব

[ময়ূখ-কে]

তোর মুখে খেলা করে আমার শৈশব
কৌতূহলে দুই চোখ সমুদ্র-গভীর,
কণ্ঠস্বরে কলধ্বনি মেঘেনা অস্থির
ওষ্ঠাধরে ফোটে যেন কোমল কৈরব।
তোর হাতে তাল দেয় উদাসী ভৈরব
নাচের ডমরু বাজে দুপায়ে অধীর।
ধীরে ধীরে রূপ নেয় সুঠাম শরীর
সুকৌশলে চুরি ক'রে আমার বৈভব।

এই মর্ত্য ধরণীর অমূর্ত প্রত্যাশা
মগ্ন অনুভবে ধৃত আনন্দ বেদনা
হীরক-দ্যুতির মতো জ্বলে এই বুকে ;
সর্বদেহ স্মৃতিময়, হাসি কান্না মেশা
এপারের অলৌকিক অন্তরঙ্গ দেনা
আমার শৈশব হয়ে খেলে তোর মুখে।

আগমনী

শরতের মেঘে হালকা খুশির নেশা
তোমাকে হঠাৎ চমকালো অকারণ,
মেঘের মাদলে আগমনী সুর ভাসে
কানে বাজে কার নম্র নিমন্ত্রণ।

প্রকৃতির শ্যাম হৃদয়ের অনুরাগ
রমণী তোমার দুই চোখে রঞ্জিত,
সারা দেহ ঘিরে কুমারী-গৃহের ডাক
বুকের গভীরে সারাদিন গুঞ্জিত।

শরতের এই স্নিগ্ধ মধুর ক্ষণে
আমার হৃদয় উদ্বায়ু উদ্বেগে,
দুইটি হাতের কোমল আকর্ষণ
বেদনা-বিধুর সত্তায় আছে জেগে।

শরৎ পাঠায় অন্তরঙ্গ ডাক
প্রতি গৃহে জাগে আনন্দ উল্লাস,
আমার ঘরের রুদ্ধ আঙিনা জুড়ে
তার আগমনে সূর্যের উদ্ভাস।

বৃষ্টি পড়ে

বৃষ্টি পড়ে
নগরে প্রান্তরে
উজ্জ্বল ভাদ্রের রোদ
নির্বোধ, নির্বোধ।
তরল শব্দের রেখা পড়ে ঠাস্ ঠাস্,
বন্ধ আজ বাস।
কলকাতা থই থই
নৌকা কই ?
ফেরি বন্ধ আজ
দেখ তো কেমন হাসে বৃক্ষের সমাজ।

বৃষ্টি পড়ে
গ্রামে গ্রামান্তরে
ঢেউ-ভাঙা সবুজ প্রান্তর
কোন্ মন্ত্র জপে নিরন্তর।
এপারেও বৃষ্টি পড়ে প্রাণের গভীরে,
মাতাল শরীরে
অলৌকিক অভিসার
কে আসে আবার ?
অপরূপ সাজে রাত্রিদিন
অদূরে হাতছানি দেয় প্রসন্ন আশ্বিন।

সমর্পণ

গোধূলির আলো পাণ্ডুর হলো ধারা-শ্রাবণের শেষে
তোমার চিকুর-গন্ধ মাতালো আমায় নিভৃত রঙ্গে
অন্ধকারের হৃদয়ে প্রদীপ জ্বেলে দিলে ভালোবেসে
তোমার চকিত স্পর্শের রেণু ছড়ালে সকল অঙ্গে।

তোমার চিকুর-গন্ধ মাতালো আমায় নিভৃত রঙ্গে
নিমগ্নতার ধ্যান ভেঙে গেলো, হঠাৎ বিমূঢ় হর্ষে
স্তব্ধ তাপস-হৃদয় আমার বেদনার অনুষঙ্গে
স্বাগত জানালো তোমায় নবীন প্রেম-প্রতিমার দৃশ্যে।

নিমগ্নতার ধ্যান ভেঙে গেলো হঠাৎ বিমূঢ় হর্ষে,
অলৌকিকের জগৎ সাজালো সজ্জিত দেহলতা
মুখর করেছ আমাকে তোমার নিগূঢ় গোপন স্পর্শে
তোমার বাহুর নিবিড়তা ঘিরে স্বর্গীয় অমরতা।

অলৌকিকের জগৎ সাজালো সজ্জিত দেহলতা,
ক্ষণহাস্যের বিদ্যুৎ জ্বেলে ঘুচালে মেঘের ক্লান্তি
প্রাণের প্রণব-বায়ুতে ভরালে হৃদয়ের শূন্যতা
কৃষ্ণ-পক্ষ চোখের ছায়ায় চির-জীবনের শান্তি।

নিসর্গ নিকটে আসে

নিসর্গেও শান্তি নেই, যৌবনের প্রদীপ্ত প্রহরে
ছায়াচ্ছন্ন স্মৃতি নিয়ে বসে আছি কত দীর্ঘকাল,
নিমগ্ন নির্জন ঘরে অন্ত্যহীন মনের কঙ্কাল
দীর্ঘতর ছায়া ফেলে অন্ধকার রাত্রির ভিতরে।

অন্ধকার কেঁপে ওঠে, বাসনার পিঙ্গল প্রহারে
অবিশ্রান্ত কাঁপে যেন অসহিষ্ণু অস্তিত্ব আমার,
হে নারী, নিসর্গ তুমি, ভেঙে ফেলে এই রুদ্ধদ্বার
আমাকে ভাসাও আজ চিরস্থায়ী যৌবন-জোয়ারে।

নিসর্গ নিকটে আসে অন্ধকার রাত্রির ভিতরে
আহা যেন প্রেয়সীর আকাঙ্ক্ষিত দেহের সৌরভ
সঞ্চারিত করে দিয়ে চেতনার গূঢ় অভ্যন্তরে
রাত্রিই প্রতিমা হয়—নিসর্গের প্রদীপ্ত বৈভব।

রাত্রিই প্রতিমা হয়, নিসর্গের গাঢ় অন্ধকারে
আমার যৌবন স্বপ্ন স্পন্দমান দেখো চারিধারে।

চিরন্তনী

শরৎ মেঘের মৃদু মৃদঙ্গ সুরে
তোমার গানের স্বরলিপি বেজে ওঠে,
মন্ত্রমুগ্ধ তাকিয়ে নিকটে দূরে
তোমার মোহন ছলনাই শুধু জোটে।

সৃষ্টির সেই প্রথম দিনের ভোরে
তোমার হাতের ক্ষণিক স্পর্শ পেয়ে
জেগেছি যখন তখনি মোহের ঘোরে
ছুঁয়েছি তোমায়, দেখেছো আবেগে চেয়ে।

আমার স্মৃতির অমৃত সঞ্চয়নে
উজ্জ্বল আজো সেদিনের পরিচিতি,
কৃপণের মতো রেখেছি সংগোপনে
আমার হৃদয়ে তোমার অবস্থিতি।

অনেক নারীর হৃদয়ের নীলাকাশে
প্রেমের রশ্মি ছড়িয়ে রাত্রিদিন
তোমার স্নিগ্ধ সহবাস-আশ্বাসে
প্রণয়ী শরীর রেখেছি ক্লান্তিহীন।

অনেক ক্লান্ত বিষণ্ণ বিভাবরী
পুষ্প বাসরে কেটে গেল নিরালায়
মিথ্যাই আমি তোমাকে হে সুন্দরী
চেয়েছি গৃহের নিষিদ্ধ সীমানায়।

সত্তার মাঝে গোপনে পেয়েছি যাকে
চেতনায় তার স্পন্দন বেজে ওঠে
প্রাঙ্গণে দেখো আমার শিরীষ শাখে
শত অনুরাগ রঞ্জিত হয়ে ফোটে।

নির্বাসন

নিঃসঙ্গ জগতে আমি নির্বাসিত একক নির্জন
স্মৃতির প্রখর তাপে জর্জরিত, কেটে যায় দিন,
স্বপ্নের মাঝেও তুমি নিরুপমা থাক অমলিন
বিরহ ঋতুর গন্ধে সম্মোহিত সমস্ত ভুবন।

আমার যৌবন-যজ্ঞে বাসনার শত আয়োজন
বেদনা—রঞ্জিতরাগে ব্যর্থ হয় শুধু রাত্রিদিন
তোমার মোহন স্পর্শ জপমন্ত্রে ক'রে প্রদক্ষিণ
নিগূঢ় প্রেমের তৃষা তৃপ্ত করে চাই বিস্মরণ।

অনায়াসে একদিন যৌবনের দৃপ্ত সমারোহে
আমার সমগ্র সত্তা কেড়েছিলে অনিন্দ্য-কৌশলে
তৃষিত-হৃদয় তৃপ্ত তোমার সে রূপে অনুপমা,
অভিজ্ঞানে পরিকীর্ণ এ ঘরের প্রতিরেখা ছলে
এখনো স্তম্ভিত আমি মুগ্ধপ্রাণ স্বপ্নের সম্মোহে
নির্বাসনে এত তৃপ্তি আজ তবে কেন প্রিয়তমা!

অন্বেষণ

অনেক স্বপ্নে কেটেছে অনেক বেলা
শুদ্ধ প্রেমের অনুরাগে উন্মত্ত
কিশোর বয়স খেলেছে মোহের খেলা
যৌবনে আজ কার হবো অনুরক্ত ?

অন্বেষণের গভীর গুহার তলে
স্বপ্ন এবং বিশ্বাস সমাহৃত
নাস্তির মহাসমুদ্রে আজ চলে
পঙ্গু তরণী গভীর বাত্যাহত।

অন্ধকারের ভীষণ প্রান্তদেশে
মুগ্ধ আলোর সঙ্কেতে উজ্জ্বল
কে তুমি বার্তা পাঠাও নিরুদ্দেশে
স্থিরপ্রতিজ্ঞ দীপ্ত অচঞ্চল।

নীল নির্জনে স্বপ্নের সোনা জ্বলে
দ্বীপের নেশায় লুব্ধ নাবিক মন
বনরেখা খুঁজে পঙ্গু তরণী চলে
মগ্ন চেতনা করে কোন্ আয়োজন ?

স্বপ্ন এখন উজ্জ্বল দীপমালা
বিশ্বাসে গাঢ় অনুরাগ রঞ্জিত
হৃদয়ে এখন তীব্র প্রেমের জ্বালা
বেদনার রাগে হঠাৎ উজ্জীবিত।

স্তব্ধ আঁধারে উদ্ধত নীলাকাশে
খুলে দেয় তার সুগোপন সংবৃতি
ভগ্ন তরণী কেঁপে ওঠে সন্ত্রাসে
নীল-জলে জ্বলে প্রাক্ত প্রেমের স্মৃতি।

রুদ্র প্রলয়ে হঠাৎ তরণী দোলে
স্মৃতি ও সত্তা বিমূঢ় দারুণ ক্ষোভে
মহাঅর্ণব কম্পিত কলরোলে
ঘূর্ণির টানে পঙ্গু-তরণী ডোবে।

*　　　*　　　*

চেতনা আমার সীমাহীন নীল জলে
তরঙ্গাঘাতে ছড়ালো চতুর্দিক
ত্রিলোক প্লাবিত গর্জন কোলাহলে
প্রেমিক আত্মা প্রশান্ত নির্ভীক।

বাসনা-কামনা দেহের প্রান্তদেশে
ম্লান হলো ধীরে এপারের সব স্মৃতি
এ যেন নতুন জন্মের মোহাবেশে
চেতনালোকের নীরব-অপস্মৃতি।

*　　　*　　　*

কোন কি দেবতা অদ্ভুত মায়াবশে
শ্যামাঙ্গী দ্বীপে এনেছে গোপনটানে
অদূরে সাগর বীভৎস আক্রোশে
ঢেউর ফণায় নীল বিদ্যুৎ হানে।

সত্তার মাঝে জাগে এক শিহরণ
বনভূমি জুড়ে স্নিগ্ধ-উদার ধ্বনি
কোন সে দেবতা কার পুজা-আয়োজন
অপলকে দেখি আমার চিরন্তনী॥

প্রথম ফাল্গুন

এখন নিষ্কম্প আমি ভাবাবেগে সহজ নিশ্চল,
প্রৌঢ় পিতামহ স্থির, জানালার অদূরে আকাশ
গোধূলির অস্তরাগ মুছে ফেলে, সকল আশ্বাস
অতিদূর বনরেখা ছুঁয়ে যায় স্থির অচঞ্চল।

কারুণ্যে মণ্ডিত তুমি আমাকে দোলাও অবিরল
বসন্তের লোধ্ররেণু চতুর্দিকে ছড়ায় সন্ত্রাস
আমার বসন্ত ঋতু দৃপ্তিহীন, শিথিল বিশ্বাস
যৌবনের রক্তরাগে তবু তুমি প্রসন্ন উজ্জ্বল।

আশ্বিনের সমারোহে আবির্ভাব যখন তোমার
প্রাঙ্গণের প্রতি বৃক্ষ উন্মোচিত করেছিল গান
সেদিন প্রসন্ন হাস্যে সর্বরিক্ত পুষ্পধনু-তূণ,

স্বপ্নহীন রিক্ত আমি, আজ প্রেম এলে পুনর্বার
অতিদূর বনরেখা আলোকিত, প্রিয় আহ্বান
মনে করে দিল পুনঃ আজ সেই প্রথম ফাল্গুন।

দুঃসময়

দ্যাখো জ্বলে যায় ঘটনা প্রবাহে দিন

রাত্রির দেহ ক্লান্তির-ধোঁয়া মোড়া,

দুরন্ত ছোটে যৌবন ক্ষমাহীন

অবকাশ খুঁজে বিশ্ব-জগৎজোড়া।

নিরন্ধ্র মেঘে সময়ের নীলাকাশে

বন্ধ হয়েছে হৃদয়ের মৃদু বায়ু,

বিষ-বাষ্পের উদ্গারী প্রশ্বাসে

ক্রম-ক্ষীয়মান দেহের অমল-স্নায়ু।

সময়ের সীমা দুরন্ত প্রত্যয়ে

দ্বার খুলে তবু কারে করে সমাসীন,

রমণী হৃদয়ে আজো প্রেম নির্ভয়ে

কোথাও কি আছে গোপনে আত্মলীন।

এখনো জীবন শ্রান্তির ছায়া ভুলে

অরণ্যমন গড়ে তোলে নির্জনে।

তাই কি এখনো রঙীন পলাশ ফুলে

অনুরাগ জ্বালে আমাদের প্রাঙ্গণে।

দুঃস্বপ্ন

সূর্যাবর্তে সরে দিন জঠরের যন্ত্রণায়
আলোরেখা কম্পিত অধীর ;
রাত্রির প্রহর ভেঙে মেঠো নদী পার হয়ে
চলে যায় পঞ্চমীর চাঁদ।
অরণ্যের বাহুপাশে দুকূল প্লাবিত ছায়া
সন্তর্পণে রেখেছে শরীর ;
জীবন অথবা মৃত্যু নিস্তরঙ্গ চতুর্দিকে
রটে সব আশ্চর্য সংবাদ।
অন্তরাল ঘুচে যায় সরসৃপ অভিসার
জনপথে এখন নির্বাধ ;
গভীর সুপ্তিতে মগ্ন প্রতিবেশী আত্মজন
আমি একা শঙ্কায় অস্থির।

মহাপ্রস্থান

শূন্য স্মৃতি পড়ে আছে পরিত্যক্ত মেলার মতন
ইতস্তত পদচিহ্ন, খালি ভাড়, নিবন্ত উনান
শালপাতা ছোটাছুটি, ছেঁড়া ঠোঙা বাতাসে উদাস ;
স্ফুটিত প্রাণের স্পর্শ মুছে গেছে শিশিরের ঘামে।

মহাপ্রস্থানের দিন সমাগত, আত্মীয় স্বজন
অস্থির ডেকো না আর, মিথ্যে আজ পেছনের টান ;
ইন্দ্রপ্রস্থ ছেড়ে যাব, জীবনের পর্যাপ্ত আশ্বাস
দূর বনান্তরে ডাকে ছায়াঘন নিবিড় বিশ্রামে।

পাঞ্চজন্য বেজে যায়

মাঝে মাঝে সমস্ত হৃদয় জুড়ে
পাঞ্চজন্য বেজে যায়
সমস্ত হৃদয় জুড়ে কুরুক্ষেত্র
রক্তপাতে জীবন তর্পণ।
শান্তির অসীম-দূত
মহাপ্রস্থানের পথ নীরবে দেখায়।

মাঝে মাঝে সমস্ত হৃদয় জুড়ে
পাঞ্চজন্য বেজে যায়
সমস্ত হৃদয় জুড়ে রাজসূয়
যজ্ঞের বেদিকা
শিব সৌম্য ধর্মপুত্র
প্রেমের কিরণপাত তুমি সখী
অর্জুন-সখার, ভূমিতলে রথের সারথী।

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্য স্পন্দিত স্বরাট

এখন সমুদ্র শান্ত

[নজরুলের ৭১তম জন্মদিনে]

এখন সমুদ্র শান্ত নিস্তব্ধ নীলিমা
জোয়ার ভাঁটার রেশ শূন্যে একাকার
নীলের প্লাবিত ছায়া জ্যোৎস্নার বাহার
মধ্যসূর্যে অন্তরঙ্গ দিনের শোণিমা।
এই স্থির চিত্ররেখা নিশ্চল প্রতিমা
কোথায় গোপন রাখে সংক্ষুব্ধ-সংহার
মহাকাল আকম্পিত আবর্তনে যার
ভয়াল আতঙ্কে কাঁপে চেতনার সীমা।

এই দৃশ্য সমারোহে তোমার বৈভব
জীবন-মৃত্যুর যেন নব রূপায়ণ
নিমগ্ন সমাধি তাই মহাতপস্বীর;
অভ্যন্তরে হোমানলে জাগ্রত উৎসব
জীবনের পঞ্চবায়ু করে আয়োজন
জন্মের দ্যোতনা দেয় এই শতাব্দীর।

সব হারাবে

তোমার মুখের দোদুল ছবি
বসন্তগান
উষম শরীর অস্থিরতা
তরল ধ্বনির বিরহবোধ
ঢাকের শব্দে বাংলাদেশ
ঝরা পাতার বিবর্ণতা,
নিরীশ্বর কি ঈশ্বরতা
অস্তি নাস্তি কুরুক্ষেত্র
জীবনবাদের ঘূর্ণিঝড়ে
আকম্পিত
সন্ধ্যাবায়ু,

মাস পোহালে
দুধের হিসাব
ট্রামের স্মৃতি
অফিস পাড়া,
ঘুমের বড়ি
কারেন্সি নোত
বিন্ধ্যাচলে
রৌদ্র পোহায়,

গুহাতলের নির্জনতা
সবুজ নদী ঝর্ণা উপল
শ্যামল বন
স্বর্গভূমি,

চাষের জমি
মাঠের ধানে
স্বপ্ন বোঝাই
লাল পতাকা
মেঘের পাহাড়
শূন্যে ওড়ে
শ্যামের বাঁশির
মন্দ্ররবে
উষ্ণ স্রোতের
নির্ঝরিণী
হঠাৎ কাঁপে
শ্যাম সোহাগীর
আর্তনাদে,
সূর্য ওঠার
দারুণ ছবি
জ্যোৎস্না রাতের
নিমগ্নতা
ধ্যানের জগৎ
উত্তরণ
তোমার আমার
ভালোবাসা
জগৎ জীবন
মানববোধের উজ্জীবনে
বিপুল সুদূর
দূর নিকটে স্বদেশভূমি

সব হারাবে

পৃথিবী আজ বিস্ফোরণে
নিকটতর

তোমাকে দেখার চোখ

তোমাকে দেখার চোখ পুনর্বার ফিরে পেতে চাই
অরণ্য কুহেলী-ক্লান্ত নীলাঞ্জন মেঘের ছায়ায়—
রাগ রক্ত বসন্তের কৃষ্ণচূড়া গোধূলি বেলায়
নরম কাশের গুচ্ছ মুখখানি যেন খুঁজে পাই।
হারানো মুখের রেখা নিমীলন স্মৃতিতে হাতড়াই
একবার মুখোমুখি দুজনার দৃষ্টির সীমায়
হৃদয় ছড়ায়ে দেখি নিরঞ্জন প্রেমের প্রজ্ঞায়
ভাসে কিনা জীবনের মগ্নতরী স্বপ্নেতে বোঝাই।

অনেক দূরের পথ দীর্ঘ দিন করেছি ভ্রমণ
এখন হৃদয় ক্লান্ত গৃহমুখী সমুদ্র-জাহাজ
বন্দরের রৌদ্র রেখা, হাতছানি, নম্র-আহ্বান ;
আমার দুচোখে শ্রান্তি ধীর পায়ে নামে যেন আজ
বিশ্রামের নিরাকুল আশ্রয়েরে করে না গোপন
তোমাকে পাবার মন অকস্মাৎ এসেছে উজান।

ঝড়

গোলাপ বাগানে যেন জেগেছে সন্ত্রাস
মেঘলীন শ্রাবণের ঝরিত দুপুরে
প্রতি বৃক্ষে সমাকীর্ণ বিদ্রোহ উদ্ভাস।

আত্মলীন সৌরভের রহস্য-বাঙময়
প্রতিটি ফুলের ফোটা গূঢ় সম্মোহন
অকস্মাৎ অপস্মার বিপন্ন-বিস্ময়।

দিন বদলে আসতে পারে

আসতে পার
ভেতরে ভয়
বাইরে মৃদু
সূর্যালোক।
বাইরে বাতাস
ধূসর ধূলায়
অনালোকে
স্তব্ধশোক।
অন্ধকার কি
প্রতিবেশীর
হননযোগ্য
চেনা মুখ।
ভয়ের ভেতর
হাওয়ার বদল
আতঙ্কিত
দুঃখ সুখ।
যা হোক কিছু
মুক্তি প্রয়াস
নির্বারিত
অন্তর্লোক।
দিন বদলে
আসতে পার
ভয়ের ভেতর
সূর্যালোক।

এই চলে যাওয়া

দুঃখগুলোকে কেমন ক্ষয়ে যাওয়া অচল মুদ্রার
মতো মনে হয়—আর তেমন মাতায় না
নারীর মুখ, বঞ্চনাকে আর বঞ্চনা বলে
ভাবতে ইচ্ছে করে না। আসলে সব কিছুই
এখন গতানুগতিক—এই চলে যাওয়া……

সুখের চেহারাও যেমন তেমন অভ্যস্ত
পোষাকের মতো—একবারও কাঁপায় না
স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা রমণীর বসনহীনতা,
উষ্ণতাকে আজ আর উষ্ণতা বলে চেনা
যায় না।

অর্থাৎ একটা আবর্তের মধ্যে
নুড়ির মতো চলাচল—হয়তো কখনো
সৈনিক হবো এই ভেবে শুধু ক্ষয়ে ক্ষয়ে
তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠা—সুখ ও দুঃখের পাথর
আরো কতকাল চেপে থাকবে এই ভাবনায়
শুধু চলে যাওয়া……

মহাশয়দের একদিন

মহাশয়রা জানবেন একদিন ঠিক
ঠিক একদিন দেখা হয়ে যাবে।
অদৃশ্য রশিতে বাঁধাতো সবাই
এবং একটাই বৃত্ত ;
যতই বাইরে টান থাক
ঘুরে ফিরে ঠিক একদিন
দেখা হবে, মহাশয়রা
সেদিন এমনি করেই ঝড়ে
ডালপালা ভাঙবে, বৃষ্টি হলে খুশি
ফুল ফুটলে গন্ধ সব ঠিক আগের মতই
কিন্তু আপনাদের নতজানু
বিনীত ভঙ্গি আর প্রার্থনা
অস্বাভাবিক নতুন বলে বোধ হবে,
সেদিন, আমার দিন
অট্টহাস্যে ভেঙে পড়বে
আকাশ পাতাল

মহাশয়রা জানবেন একদিন ঠিক··

তদন্ত

কথা ছিল দক্ষিণের কালো মেঘে
বৃষ্টি হবে, শরতের পূর্ণিমায়
কোজাগরী, প্রত্যহ সময় মতো
বাড়ি ফেরা, এইটুকু গৃহস্থের সুখ

কথা ছিল তুমি আসবে
যখন বাগানে   তিনটে শালিখ

তুমি এসে ফিরে গেছ অথচ আমিও
ছিলাম ঘরের ভিতর, কোথায় আড়াল
থাকে কোন দিকে অদৃশ্য দেওয়াল
কোথাও ঘরের মধ্যে অলৌকিক ঘর

কাল রাত্রে কে এসে হঠাৎ জোরে
নেড়ে গেছে দুয়ারের অসংলগ্ন খিল

কথা ছিল এই নিয়ে তদন্তে যাবার।

পদ্মমণি

নাই বা পেলাম হাতের মুঠায় পদ্মমণি
নীলমণি কী যখন তখন গলায় দোলে
খোলে কি তার রূপের দেউল অন্ধকারে ?

চন্দ্রহারে সোহাগ জ্বলে অভিমানে
কেউ কি জানে সুখের কাঁটা কেমন বাজে
মাঝে যখন বিরহবোধ ব্যাকুলতা ?

অস্থিরতা কেবল বাড়ে তীব্র সুখের
বুকের মধ্যে শ্রাবণ-মেঘে আনাগোনা
যাচ্ছে শোনা বারিপাতের প্রবল ধ্বনি।

আগমনী সুর বেজে যায় চতুদিকে
আর এদিকে আচম্বিতে ঘোচে ধন্ধ
অন্ধ তখন বন্ধ দুয়ার আপনি খোলে।

পারঘাটায় দাঁড়িয়ে

কি কি নেবে অমূল্য এই জীবন
ছড়িয়ে রয়েছে চতুর্দিক,
সময়ের বাঁধন আলগা হয়ে
খসে যাচ্ছে, এই তো সময়

কি কি নেবে, গৃহস্থলী
ভরে আছে প্রয়োজন,
হাঁড়ি-কুড়ি, বাসন, শিল-নোড়া
বারান্দায় ঝোলানো নিত্যকালের
খাঁচায় দোদুল দুলে যায় সময়।

কি কি নেবে, সময়ের বাঁধন
আলগা হয়ে খসে যাচ্ছে,
কাছিতে উজান—এখন
বিষণ্ণ তোমার বুক ভরে
যে গম্ভীর বাতাস, তার
স্বাদ নোনা—কি আর নেবে
সমস্ত সংসার ঘিরে চির
জীবনের অনুরাগ।

সময় হলেই

সময় হলেই পেরিয়ে যাব
তোমার হাতের অমল শাসন
প্রসন্নময় নদীর খাতে ;
দৃশ্য এবং দৃশ্যান্তরে
সময় হলেই মিলতে পারে
অনুত্তীর্ণ বিষাদ তোমার
শুভ্র-ধবল মূর্তিখানি ।

স্বপ্নের ভিতরে তুমি

স্বপ্নের ভিতরে তুমি স্বপ্নময় প্রত্যহ নিশীথে
আসঙ্গ লিপ্সার সুখ মনোময় রতিতে বিলীন
প্রদাহের জৈব-তৃষা বিসর্জিত কামনা রঙীন
ভেসে যায় দূরশ্রুত শৈশবের বিশুদ্ধ-সঙ্গীতে।

রাত্রির গম্ভীরা বাজে অন্তরঙ্গ বনের শ্রুতিতে
বাসক-শয়ন ঘিরে আকুলিত জাগি নিদ্রাহীন
মৃদুগন্ধী আলেয়ার সৌরভে মৌতাত রাত্রিদিন
তন্দ্রালীন ইন্দ্রপুরী জেগে ওঠে তোমার ইঙ্গিতে।

অথচ বিচ্ছেদে আমি স্বয়ম্ভর নিজের গভীরে
তুমি নেই চিরন্তন এ বিরহ আত্মার সংকট
ক্ষণিক আশ্লেষে ছোঁয় মগ্নতরী পাতালের সীমা;
স্বপ্নের ভিতরে তুমি স্বপ্নময় হিরন্ময়ী রথ
জীবনের পঙ্গুপথে রুদ্ধগতি প্রত্যহ তিমিরে
অকূল সমুদ্রমুখে চলে যাও বিষাদ প্রতিমা।

তোমাকে কবিতা

স্মৃতিকে বন্ধক রেখে স্মৃতিহীনতায়
যেতে পারি
অনায়াসে ফেলে যেতে পারি
এই সাজানো সংসার।

পুনর্বার তোমাকেই নারী
কবিতার কাছে জমা
দিতে পারি
কিংবা কবিতা তোমাকে নারীর

স্মৃতিকে বন্ধক রেখে স্মৃতিহীনতায়
পেতে পারি পুনর্বার নারী
তোমাকে কবিতা।

বোঝাতে পারি না তোকে

[মৌসুমী-কে]

বোঝাতে পারি না তোকে
কি রঙে সাজানো ছিল
আমার সে শৈশবের আশ্চর্য পুতুল

বোঝাতে পারি না তোকে
সময়ের দ্বীপান্তরে
রঙের প্রলেপ কোনখানে কত তীব্র
কোনখানে কতটা গভীর

পায়ে পায়ে লুকোচুরি
নিয়ত আড়াল খুঁজে ঘর
চালের বাতায় যার মসৃণ প্রস্থান
গঞ্জের হাটে কেনা
আমার সে শৈশবের আশ্চর্য পুতুল
কি রঙে সাজানো ছিল······

সমস্ত চেতনা ঘিরে

সমস্ত চেতনা ঘিরে তোমার দুঃসহ উপস্থিতি
প্রতিরক্ত কণিকায় অসহিষ্ণু জান্তব ক্রন্দন
অস্তিত্বের শুভ্রকাণ্ডে অগ্নিদাহ বাড়ায় দহন
আত্মার সংকট ক্ষণে রুদ্ধ যেন প্রাণের প্রতীতি।

নিজের নিগড়ে বসি ক্ষণতৃপ্তি বাড়ায় দুস্থিতি
অনিবার্য ব্যভিচার ঘিরে ধরে ক্রিমির মতন
চন্দন তরুর কোন সুভাসিত আশ্চর্য স্পন্দন
দুরাকাঙ্ক্ষ স্বপ্নহীন আমারে কি জানাবে স্বীকৃতি?

তোমার সাম্রাজ্যে আমি সর্বস্ব হারানো ক্রীতদাস
বন্ধক রেখেছি মুক্তি এ জন্মের দেনা করি শোধ
বন্দীর বন্দনা মন্ত্রে উচ্চারিত তোমার উদ্দেশে,
অথচ ঘোচেনা তবু আত্মলীন স্বকীয় বিরোধ
নিশ্চিত আমার তাই চিরন্তন কাঙ্ক্ষিত প্রয়াস
পূর্বাপরে যুক্ত হই প্রতিদিন বিদ্বেষে আশ্লেষে।

প্রিয়তমাকে সনেটগুচ্ছ

১

শ্রাবণ আকাশ নেমেছে তোমার চুলে
সমুদ্র-স্নাত প্রভাতসূর্য মুখ,
মেদুর দেহের সীমানায় উৎসুক
বিদ্যুৎ বুঝি স্থির হয়ে আছে ভুলে।
থির যৌবন বিদ্ধ কালের শূলে
বিপন্নতায় ম্লান তাই কার্মুক,
বেদনা-সিক্ত প্রসন্ন মৃদু বুক
কারুণ্যে ঘন হৃদয় রেখেছে খুলে।

অনিশ্চিতের জোয়ারে উজান বেয়ে
তোমার স্তব্ধ স্বচ্ছতোয়ায় এসে
আমার প্রেমের উদ্দাম স্রোত ঢালি,
করুণ-কোমল বিষণ্ণময়ী মেয়ে
বাসনা কামনা স্থির বিন্দুতে জ্বালি
তোমারে জড়াই একান্তে ভালবেসে।

২

সারাদিন কাটে রাত্রির অভিলাষে
কণক প্রতিমা সাজাবে যে বরতনু
হৃদয় আমার বিহ্বল শান্তনু
সন্ধ্যার মেঘে জ্যোৎস্নার আলো হাসে।
বাইরে দুয়ার নড়ে ওঠে সন্ত্রাসে
টঙ্কার বুঝি বাজায় পুষ্পধনু
অনুরাগে কেঁপে দেহের প্রতিটি অণু
বাসনা-শীর্ষ সচকিতে উদ্ভাসে।

মুক্ত দুয়ারে রাত্রির ছায়া কাঁপে
প্রিয়তমা তুমি ছলনা-সিদ্ধ মনে
স্তব্ধ অতল নিঃসীম দিশাহারা,
হৃৎপিণ্ডের করুণ রক্তধারা
মুছে ফেলে দেয় দারুণ সংবেদনে
সব অনুরাগ সুগভীর সন্তাপে।

৩

রাত্রি এখন ব্যর্থ জাগর অবলুপ্তের ছায়া
শত বাহু মেলি নীরবে নাড়ায় আমার মগ্ন ঘর,
স্তব্ধ বাসনা মুখর আলোকে ভুলায়ে আত্মপর
নিপুণ প্রণয়ে জড়ায় আমায় সে কোন্ মোহনমায়া ?
প্রত্যাশী প্রাণে কাঁপে ঘনঘোর অন্ধ-বনচ্ছায়া
চোখের গভীরে দিনের সীমায় উজ্জ্বল অম্বর
শ্রাবণ রাত্রি জ্বালাতে পাঠায় অনুগত অনুচর,
মগ্ন চেতনা স্থির প্রত্যয়ে অনুভবে কার কায়া ?

যতদূরে থাক তোমাকে আমার উদ্ধত-অনুরাগ
জয়ের তূর্যে আমার হৃদয়ে জড়াবে নিষ্পলকে
যত তুমি রাখ নিজেকে গোপন স্বপ্নের পশ্চাতে,
আমার প্রেমের সপ্তবহ্নি জ্বলে ওঠে অপলকে
জন্মান্তের কঠিন বাঁধনে প্রেমের সে দায়ভাগ
হৃদয় এখন চমকায় তাই নিগূঢ় সন্নিপাতে।

৪

আমার হৃদয় নব-বৈশাখী মেঘ
করুণ প্রেমের স্মৃতির প্রদাহে কাঁপে,
জ্বলছি এখন নিদারুণ অভিশাপে
কে মোছাবে এই অস্থির সংবেগ ?
ধারা-বর্ষণে হৃদয়ের উদ্বেগ
অশান্ত স্বর ঝরায় রক্তালাপে
প্রশান্তি খুঁজি শুধুই কি পরিতাপে
প্রেম পলাতক বাসনা নিরুদ্বেগ ?

আশ্বিনে তবু দীপ্ত যে সমারোহ
প্রাণের গভীরে জ্বালে কিংশুক-রাগ
দেহের সীমায় স্পন্দিত বিস্ময়,
আমার মনের তৃষিত সে অনুরাগ
দারুণ দহনে আজো বিদ্যুন্ময়
তাই বুঝি তুমি বেদনায় অবরোহ ।

৫

প্রেমের দেবতা তোমার করুণ মূর্তির অনুলাপ
দগ্ধ-হৃদয় জ্বালামুখী ক'রে জাগায় পুনর্বার,
ছায়ার নৃত্যে ধূসরিম সাজে সমস্ত সংসার
বুকের গভীরে রক্তিম হয় প্রেয়সীর উত্তাপ।
হারানো প্রেমের শৃঙ্খলে বাজে সুগভীর সন্তাপ
মিথ্যা মায়ায় দিতে চাও তুমি আজ কোন্ অধিকার,
যে প্রেম আমার সত্তার মাঝে সহজ অঙ্গীকার
তার নামে শুধু হৃদয়ে এখন পঙ্কিল পরিতাপ।

প্রেমের স্বরাটে অনায়াসে তুমি করেছিলে একদিন
তোমার কম্প্র-হৃদয়ের দান, বাঞ্ছিত বরাভয়ে
দুর্জ্ঞেয় এক রাজ্যসীমায় দিয়েছিলে সন্ধান ;
অভিজ্ঞতার বৈভবে আমি আলোড়িত সীমাহীন
স্মৃতির জঠরে রেখেছি তোমাকে অমলিন সঞ্চয়ে
প্রেমের স্বরূপে তাই বুঝি আজো স্নিগ্ধ জ্যোতিষ্মান !